মা ল য়ে শি য়া

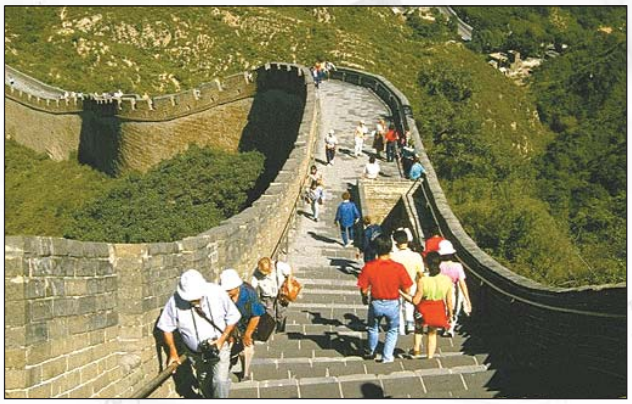

লাল ড্রাগনের অভিযান

চীন বিশ্বের নতুন অর্থনৈতিক পরাশক্তি। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা সর্বত্রই চলছে চীনের লাগামহীন অর্থনৈতিক আগ্রাসন। এ যেন লাল ড্রাগনের নিঃশব্দ অভিযান। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে চীন এখন অনেক দেশের কাছে আতঙ্ক। চীন তার এই অর্থনৈতিক আগ্রাসন অব্যাহত রাখতে কাউকে কোনো ছাড় দিচ্ছে না। প্রয়োজনে শত্রুর সঙ্গে গলাগলি করতেও প্রস্তুত চীন। সম্প্রতি চীনের সুদীর্ঘ প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের সঙ্গে সীমান্তবিরোধ মিটিয়ে মৈত্রী চুক্তি করেছে। চীনের আকস্মিক এই মনোভাবের নেপথ্য কারণ ভারতের বিশাল বাজারকে মুঠোয় নিয়ে আসা। অথচ সীমান্ত বিরোধ নিয়ে ১৯৬২ সালে চীন-ভারতের মধ্যে একটি ভয়াবহ যুদ্ধও হয়ে গেছে। তিব্বত আর সিকিমকে কেন্দ্র করে বহু দশক ধরে চলেছে ঠান্ডা লড়াই। অথচ সেই চীনই নতুন চুক্তিতে স্বীকার করে নিল সিকিম ভারতের অংশ।

গুণে মানে জাপানের পণ্যের চাহিদা থাকলেও স্বল্পমূল্যে চীনের পণ্য মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের ক্রয়ক্ষমতায় চলে আসায় বিশ্বে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করছে। একদিন একটি রঙিন টেলিভিশন নিম্নবিত্ত আয়ের মানুষের কাছে শুধুই স্বপ্ন ছিল। কিন্তু চীন মানুষের সে স্বপ্ন পূরণ করছে। কিছুদিন আগেও মালয়েশিয়ার তৈরি পণ্যের চাহিদা ছিল উল্লেখ করার মতো। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, সেই মালয়েশিয়াতেও মালয়েশিয়ার পণ্যকে পেছনে ফেলে জায়গা করে নিয়েছে চীনা পণ্য। শিশু খেলনা, তৈরি পোশাক, ইলেকট্রনিক্স পণ্যের বিশাল বাজার মালয়েশিয়া। যা ক্রমশ চীনের মুঠোয় চলে যাচ্ছে। মালয়েশিয়ার যেসব সুপার মার্কেটে চীনের সরবরাহ বেশি সেসব মার্কেটে ক্রেতা সমাগম হচ্ছে বেশি। যেমন, 'মাইদিন সুপার মার্কেট।' চীনের পণ্য সরবরাহ করে মাত্র কয়েক বছরে এ মার্কেটটি সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে গেছে। মালয়েশিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে রয়েছে এ সুপার মার্কেটের একাধিক শাখা। একেকটি শাখায় ছুটির দিনে বিক্রির পরিমাণ দাঁড়ায় বাংলাদেশী ৩০ থেকে ৬০ লাখ টাকা পর্যন্ত।

বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল রাষ্ট্র চীন প্রমাণ করেছে জনশক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার করতে পারলে তা কতো মূল্যবান। চীনের এই অর্থনৈতিক উন্নয়নের নেপথ্যে আরেকটি কারণ- ঐক্য। হিংসা, বিদ্বেষ ভুলে চীনের মানুষ সংঘবদ্ধভাবে উন্নতির জন্য শ্রম দিচ্ছে। বহিঃশত্রুর মোকাবেলায় চীন একাই একশ'। সবদিক থেকে চীন আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ। চীনের অর্থনৈতিক আগ্রাসন রুখতে যত চেষ্টাই করা হোক মুক্তবাজার বিশ্বে বাণিজ্য দিয়েই বাণিজ্যকে রুখতে হবে।

গৌতম রায়, মালয়েশিয়া

প্রবাসীদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ

বিশ্বের মানচিত্রে নানা স্থানে ছড়িয়ে আছেন প্রবাসী বাঙালি...। আমরা চাই তাদের কথা জানতে, জানাতে। আপনি হয়তো নিজেও কখনো ভাবেননি একদিন দূর প্রবাসের অধিবাসী হবেন। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। প্রবাসের জীবনে আপনার প্রেম, ভালোবাসা, প্রত্যাশা প্রাপ্তি, ঘৃণা, অভিমান, কষ্ট, যন্ত্রণা, হতাশা, সাফল্য এমনকি একান্ত ব্যক্তিগত যেকোনো অনুভূতি নিয়ে লিখে ফেলুন অসামান্য একটি গল্প...

সর্বোচ্চ শব্দসীমা ১০০০

আপনাদের লেখা নিয়েই তৈরি হবে সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রচ্ছদ কাহিনী

নির্বাচিত ৫০টি গল্প নিয়ে প্রকাশিত হবে বিশেষ সংখ্যা

সেরা গল্পটি নিয়ে তৈরি হবে নাটক প্রচারিত হবে চ্যানেল আই-এ

নির্বাচিত গল্পগুলো নিয়ে প্রকাশিত হবে একটি বই

গল্প পাঠানোর শেষ তারিখ
২০ সেপ্টেম্বর, ২০০৫

লিখে ফেলুন গল্প
আর পাঠিয়ে দিন নিচের ঠিকানায়

জীবনের গল্প
সাপ্তাহিক ২০০০
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০
ই-মেইল :info@shaptahik2000.com

কা | তা | র

মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশ

পৃথিবীর বিশাল মানচিত্রের দিকে তাকালে ইউরোপ আমেরিকা যতোটা সহজে নজরে আসে কিংবা খুঁজে বের করা যায় কাতার দেশটাকে খুঁজে বের করা ততোটা সহজ নয়। তবে কাতার দেশটা ছোট্ট হলেও তার হৃদয়টা বিশাল। বিচিত্র মানুষের মিলনমেলা এই দোহা কাতার। এখানে বাঙালিও রয়েছে প্রচুর পরিমাণে। সরকারি হিসাব মতে এখানে বাঙালি রয়েছে ৭৫ হাজারের মতো, কিন্তু অবৈধভাবে পড়ে আছে আরো শত শত বাঙালি।

বিগত মাসে সমাপ্ত হয়ে গেল এই দোহায় ৭৭ জাতি গোষ্ঠীর এক মহাসম্মেলন। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ বেশ কজন মন্ত্রিবর্গ যোগদান করেছিলেন এই সম্মেলনে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও কাতারের আমীর শেখ হামাদ বিন খলিফা মিলিত হয়েছিলেন একান্ত বৈঠকে। এই বৈঠকে দু'দেশের সমকালীন পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে হামাদ বিন খলিফা আশ্বাস দেন বাংলাদেশ থেকে ব্যাপক জনশক্তি আমদানি করবে। এই সংবাদটা আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য খুবই আনন্দদায়ক। আমাদের দেশের লোকেরা বাইরের দেশে এসে কাজ করবে, পয়সা উপার্জন করবে, দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে সত্যিই আনন্দের খবর। কাতারে আরবিদের বিলাসবহুল বাড়িতে কাজ করছে শত শত বাঙালি। কেউ ড্রাইভার, কেউ কুকার, কেউ আবার মালী। তাদের সঙ্গে আলাপকালে জানতে পাড়ি তাদের অবস্থার কথা। স্বাধীনতা বলে কিছু নেই। তাদের কাজে-কর্মে রাত নেই, দিন নেই। এই হাড় ভাঙা খাটুনির পর মাস শেষে বেতন পাচ্ছে ৫০০, ৬০০, ৭০০ রিয়াল। সেখান থেকে ব্যক্তিগত খরচ বিয়োগ করলে হয়তো বেঁচে যায় ৫০০, ৬০০ রিয়াল যা বাংলার প্রায় ৮/১০ হাজার টাকা। বাহ! বাংলার ছেলেরা ভালো আয় করছে। এ দেশে আবার রিয়াল হাতিয়ে নেয়ারও রয়েছে অনেক রাস্তা। বাঙালিরা সংখ্যালঘু হলেও যেসব কাজে তাদের অবস্থান শীর্ষে তা হচ্ছে স্টিল ওয়ার্কস, পেইন্টিং, পাইপ ফিটিং, হোটেল ব্যবসা, টেকনিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল কাজেও বাঙালিদের অবস্থান ভালো। কনস্ট্রাকশন কাজেও রয়েছে তাদের সাফল্য। কাতারের তিনটি জায়গায় বাঙালিদের অবস্থান শীর্ষে। যার মধ্যে হচ্ছে ন্যাশনাল, হারাজ এবং সবজি মার্কেট। নামিদামি কয়েকটি শপিং মল ছাড়া কাতার প্রায় পুরোটাই সাগর দ্বারা বেষ্টিত বলে অনেককেই সাগর কিনারায় সময় কাটাতে দেখা যায়। এ দেশের কানুন ব্যবস্থা প্রশংসনীয়। এ দেশের মানুষগুলো খুবই বন্ধুসুলভ। ভেতর-বাইরে সবদিক দিয়ে তারা খুব সুন্দর।

Anisul Islam Litu
Doha, Qatar, Phone : 0974-5308058
e-mail-Anisi-litu2001@yahoo.com

প্র বা সী দে র প্র তি

দেশের পাঠকরা দেশে বসে প্রবাসকে পুরোপুরি জানতে চায়। লেখার সঙ্গে ছবি দিন। সম্পূর্ণ ঠিকানা (ফোন ই-মেইলসহ) দিতে ভুলবেন না এমনকি ঠিকানা না ছাপতে চাইলেও।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা ঃ
প্রবাস জীবন
The Shaptahik 2000
96/97 New Eskaton Road
Dhaka-1000, Bangladesh.
info@shaptahik2000.com

A QUALITY INTERNATIONAL FOOD STORE IN TOKYO, JAPAN

online store BATICROM

HALAL TOKYO

NEW YEAR
উপলক্ষে ব্যতিক্রমের বিশেষ মূল্যহ্রাস

আংশিক মূল্য তালিকা :
(Beef/Mutton Cut Regular)

Retail sale
Baticrom Online Store
Abankurest Itabashi Building
1-13-10 Itabashi, Itabashi-Ku, Tokyo, Japan.
Tel : 03-5943-5661, 03-3963-6636
Fax : 03-5943-5662
E-mail-info@baticrom.com

For Wholesale:
DIAMOND TRADING COMPANY
Eguchi Bldg.; 1-45-14 Ikebukuro-Honcho
Toshima-ku, Tokyo, Japan.
Tel.: (03)3590-6433 fax.: (03)3590-6434

গ্রাহক সন্তুষ্টিই আমাদের প্রতিপাদ্য !!

www.baticrom.com

কো | রি | য়া

পার্ক মিজারের ভালোবাসা

১৩ মার্চ '৯৯ বিকেল ৫টার দিকে OSAN (ওসান) রওয়ানা হলাম। শীতের বিদায়লগ্ন, তবুও প্রচন্ড ঠান্ডা। গুঁড়ি গুঁড়ি তুষার বৃষ্টি হচ্ছে। কোরিয়ায় আমি নতুন বলে ঠান্ডাটা আরো বেশি উপলব্ধি করছি। ঠান্ডায় ঠক ঠক করে কাঁপছে আমার শরীর। বাসস্ট্যান্ড দাঁড়িয়ে আছি একা। যাত্রীছাউনি নেই। একেবারেই গ্রাম। খুব কম লোক চলাফেরা করে। আধা ঘণ্টা পর পর বাস। তাও কেন যেন আসছে না। কোরিয়ান ভাষা খুবই কম বুঝি। তবুও সাহস করে মধ্যবয়সী এক ভদ্রমহিলার গাড়ি ব্রেক করলাম। তিনি একা ড্রাইভ করে কোথাও যাচ্ছেন। প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালেন। শুধু ওসান উচ্চারণ করলাম। তিনি বুঝলেন আমি ওসান যেতে চাই। কোনো কিছু না ভেবেই গাড়িতে ওঠার ইঙ্গিত করলেন। তার বাম পাশে বসালেন। (কোরিয়াতে গাড়ির স্টিয়ারিং বামপাশে)।

ওসান যেতে সময় লাগে ১২/১৩ মিনিট। পথে অনেক প্রশ্ন করলেন। দু'একটা ছাড়া কিছুই বুঝলাম না। তবে আমাকে নামিয়ে দেবার আগে কেন যেন তার মোবাইল নাম্বার দিলেন এবং নাম বললেন Park Mija (পার্ক মিজা)। তারপর আমার নাম্বার চাইলেন এবং নাম জেনে নিলেন। আমার ব্যক্তিগত নাম্বার না থাকায় বড় ভাইয়ার নাম্বার দিলাম। তিনি গুছবাই (গুডবাই) বলে চলে গেলেন।

অতঃপর ঐদিনই রাত ঠিক ১০টায় ভাইয়ার মোবাইলে ফোন করলেন। ভাইয়া কোরিয়ান ভাষা ভালোই জানতেন। আমি আর ভাইয়া একরুমেই থাকতাম। যা হোক Mija আমাকে চাইলেন। ভালোভাবে বাসায় পৌঁছেছি কি না ভাইয়ার কাছে জানতে চাইলেন। আমার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক ভাইয়া জানতে চাইলে বিকেলের কথা বললেন। এভাবে মাস চারেকের মতো টেলিফোনে যোগাযোগ চলতে থাকলো। আমিও ইতিমধ্যে কোরিয়ান ভাষা মোটামুটি রপ্ত করলাম। আগস্ট '৯৯ গরমের ছুটিতে আমাকে সমুদ্র সৈকতে নিয়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ করলেন। রাজি হলাম। ঘুরতে নিয়ে তার সঙ্গে প্রচন্ড ফ্রি হলাম। তবে তাকে Duna দুনা (আপা) বলে ডাকতাম। কিন্তু তিনি আমাকে Duna বলে ডাকতে নিষেধ করতেন। Mija বলে ডাকতে বলতেন।

চতুর্থদিন আমাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে

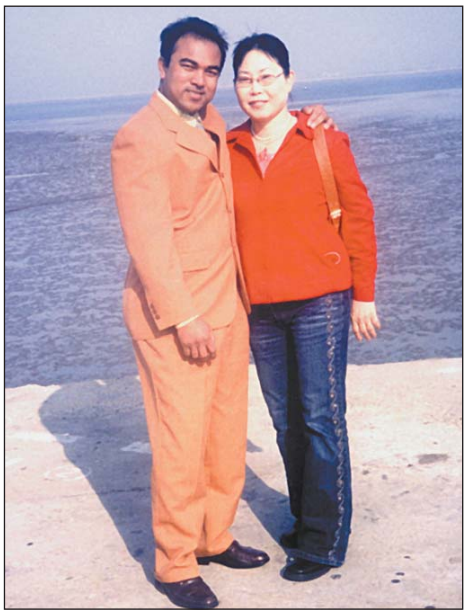

সমুদ্র তীরের দুই বন্ধু

চলে গেলেন। যোগাযোগ আরো বেড়ে গেল। প্রতিমাসের ২য় ও ৪র্থ শনিবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১টা ২টা পর্যন্ত আমাকে নিয়ে আড্ডা দিতেন। ২০০০ সালের জানুয়ারির ৮ তারিখ শনিবার প্রথমবারের মতো তার নিজের বাড়ি সিউলে নিয়ে যান। মোটামুটি সুন্দর তিনতলা একটা বাড়ি। পৈত্রিক সূত্রে পেয়েছেন। দোতলা তিনতলা ভাড়া দেন। নিচতলায় একা থাকেন। আমাকে তার বেডরুমে নিয়ে বসালেন। একটি কুকুর এবং আমি ও তিনি ছাড়া কোনো প্রাণের অস্তিত্ব নেই এই বাসাটায়। ধীরে ধীরে তার সঙ্গে আমায় চমৎকার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সেখান থেকে কখন যে তা ভালোবাসায় মোড় নেয় বুঝতে পারিনি। এখন সে আমাকে বিয়ে করতে চায়। তার সঙ্গে আমার বয়সের পার্থক্য ৭-৮ বছর। বুঝতে পারছি না এখন কী করবো।

Hm. Matiar Rahman (A.Matin)
Donga ID co Ltd. 725-3 Wong st
Dong Kyungki-Do, Ansan city
S. Korea, HP-010-2276-1925

ই | বা | রা | কি | কে | ন

এইডস এবং আমরা

সেদিন আমার বন্ধু বকুল ভাইয়ের সঙ্গে দেশের নানান বিষয় নিয়ে আলাপ করছিলাম। লোকটা অন্যকে সাধারণত ভালো পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তবে সে নিজে সেগুলো মেনে চলে কি না সে ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তারপরও তাকে আমার ভালো লাগে। কোনো মানুষকে খুব সহজে নিজের আয়ত্তে নেয়ার এক অদ্ভুত ক্ষমতা তার আছে। তাই বকুল ভাইয়ের উপর রাগ করতে পারি না। যাইহোক যা বলছিলাম, সেদিন অনেক আলাপের মধ্যে এইডসের বিষয়ে আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থার কথা হচ্ছিল। আমি বললাম কয়েকদিন আগে এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় এ ব্যাপারে একটি প্রতিবেদন পড়লাম। লেখক অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসাবে আমাদের দেশকে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু আমাদের প্রতিবেশি দেশ ভারত এ ক্ষেত্রে অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। প্রবাসীদের মাধ্যমে এর বিস্তারের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। আমার বিদেশের অভিজ্ঞতা বেশিদিনের নয়। এ অল্প দিনেও অনেক কিছুই দেখতে হয়েছে আমাকে। অনেকের সঙ্গে কথা বলেও তার চাওয়া পাওয়া সম্পর্কে অবগত হয়েছি। যারা ক্লাবে বারে অহেতুক টাকা নষ্ট করে তাদের জন্য আমার মায়া হয়। এতো কষ্টের টাকা বিপথে ওড়াচ্ছে, বিনিময়ে পাচ্ছে নষ্ট জীবন। একজন প্রবাসী হিসাবে আবার রাগও হয়, আজ ওদের জন্য আমাদেরও সুনাম নষ্ট হচ্ছে। লেখক বলেছে, প্রবাসীদের বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা করানোর কথা। এটা যে আমাদের জন্য কতো বড় লজ্জার তা যদি এসব বিপথগামীরা বুঝতো। তবুও বলছি প্রবাসীদের দেশে গিয়ে বিয়ের আগে অবশ্যই রক্ত পরীক্ষা করানো উচিত।

Aminul Islam Babu, Ebaraki Ken, Japan

প্রবাসে বাঙালির আত্মপরিচয়ের দর্পণ
সুইডেন থেকে প্রকাশিত প্রবাসী বাঙালির কাগজ

ত্রৈমাসিক
প্রজন্ম একাত্তর

দেশ প্রবাসের নবীন, প্রবীণ ও বিশিষ্ট লেখক-সাংবাদিকদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।
সকল প্রবাসীর এ প্লাটফরমে একবার উঁকি দিয়ে দেখুন- যে কেউ লিখুন, গ্রাহক হোন, বিজ্ঞাপন দিন।

১টি সংখ্যা ফ্রি পড়ুন, ভালো লাগলে গ্রাহক হোন

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বাংলাদেশে ডাকযোগে মাত্র ১০০ টাকা।
বহির্বিশ্বে ২০ ইউরো অথবা ২৫ মার্কিন ডলার।

যোগাযোগ :
Editor
Delwar Hossain
Projonmo Ekattor
Box 2029, 191 02 Sollentuna, Sweden
Tel. & Fax : (+ 46)-(0)8-6231439
e-mail : delwar.h@spray.se

ঢাকা ব্যুরো :
3/3-B, Purana Paltan (1st Floor), Soleman Court,
Dhaka-1000, Bangladesh. Tel : 9565340, 8155271
Fax : 880-2-9140225 e-mail: probashiprokashona@yahoo.com

নি | উ | ই | য় | র্ক

বাঙালি সংস্কৃতির আবেশ ছড়াবে ম্যানহাটান

মহিউদ্দিন নিলয়

আসছে ২৮ আগস্ট। নিউইয়র্কের ম্যানহাটান সেন্টারে জমে উঠবে বাঙালির মেলা। বাঙালি ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির আবেশ ছড়াবে ম্যানহাটান। দেশের বরেণ্য ব্যক্তিদের মিলনমেলা ঘটবে এখানে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আমন্ত্রিত হয়ে আসবে বিশিষ্ট অতিথিরা। ২ ঘণ্টা ৫০ মিনিটের এক জমজমাট অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শ্রেষ্ঠ জীবিত ১০ বাঙালিকে দেয়া হবে সম্মাননা পদক।

মুক্তধারা-নিউইয়র্ক আয়োজিত এক গণজরিপের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয় ১০ বাঙালিকে। তাদের মধ্যে প্রথমেই আছেন নোবেল বিজয়ী বাঙালি অর্থনীতিবিদ ড. অমর্ত্য সেন। এরপর ধারাবাহিকভাবে আছে বেশ ক'জন বাংলাদেশী খ্যাতিমানের নাম। শেখ হাসিনা, ঔপন্যাসিক ও চলচ্চিত্রকার হুমায়ূন আহমেদ, বিশিষ্ট আইনজীবী ও সংবিধান প্রণেতা ড. কামাল হোসেন, বেগম খালেদা জিয়া, ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল এবং ক্ষুদ্রঋণ ধারণা দিয়ে নোবেল আলোচনায় উঠে আসা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তারপর আছেন উপমহাদেশের অন্যতম সঙ্গীতজ্ঞ পন্ডিত রবিশঙ্কর, ভারতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলী এবং দুই বাংলার জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। জরিপ মূল্যায়ন কমিটিতে ছিলেন কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ও সমরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়েছেন দেশের বেশ ক'জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তারা হলেন- প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান, যুগান্তরের সম্পাদক আবেদ খান, মানবজমিনের সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী, কালি ও কলম পত্রিকার সম্পাদক আবুল হাসনাত, যুগান্তরের সহযোগী সম্পাদক সোহরাব হাসান, সাপ্তাহিক ২০০০-এর নির্বাহী সম্পাদক গোলাম মোর্তোজা, কবি সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল, কম্পিউটার ব্যক্তিত্ব মোস্তফা জব্বার এবং শ্যামল দত্ত। এছাড়া কয়েকজন প্রকাশককে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এ অনুষ্ঠানে। তাদের মধ্যে আছেন ওসমান গণি, ফরিদ আহমেদ ও মনিরুল হক।

বিশ্বব্যাপী গণজরিপে শ্রেষ্ঠ জীবিত দশ বাঙালি

কীর্তিমান বাঙালিদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেবেন খ্যাতিমান বিদেশীরা। সম্মাননা পদক প্রদানের জন্য যাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তারা হলেন- সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি, হিলারি ক্লিনটন, লিয়ার লেভিন, প্রাক্তন সিনেটর রিচার্ড টেলর, ক্যারোলিন, রাইটস, সিন্ডি শেনবার্গ, সাইমন ড্রিং, উইলিয়ামস র‍্যাডিচি, ডক্টর লিওনার্ড গার্ডেন, ওস্তাদ আলী আকবর খান প্রমুখ।

ঢোল, বাঁশি আর একতারা। দেশীয় বাদ্যযন্ত্র, দেশীয় সঙ্গীত। দেশীয় সংস্কৃতির আভা ছড়িয়ে পড়বে ম্যানহাটান টাওয়ারে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নিজস্ব সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটাবেন নিজস্ব শিল্পীরা। কুমার বিশ্বজিৎ, রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, আবদুর রহমান বয়াতী, মেহের আফরোজ শাওন, মাহফুজ আহমেদ, চ্যালেঞ্জার, মাহমুদুজ্জামান বাবু, সুবীর নন্দী, বাপ্পা মজুমদার, মৌসুমী ভৌমিক, স্বাধীন খসরু, ইভা রহমানসহ দেশের শিল্প-সংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গনের জনপ্রিয় শিল্পীরা উপস্থাপন করবেন দেশজ শিল্পকলা।

অনুষ্ঠানের সম্প্রচার প্রসঙ্গে আলাপকালে মুক্তধারার স্বত্বাধিকারী বিশ্বজিৎ সাহা জানান, 'বাংলাদেশ ও ভারতের দুটি স্যাটেলাইট চ্যানেল অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করবে।' টিকেট সংগ্রহ করে যে কেউ ম্যানহাটান টাওয়ারের এই অনুষ্ঠানটি উপভোগ করতে পারেন। টিকেট পাবেন ৩৭-৬৯, ৭৪ স্ট্রিট জ্যাকসন হাইটসের মুক্তধারা নিউইয়র্কের কার্যালয়ে।মূল্যের দিক থেকে ভিআইপি, ১০০ ডলার, ৭৫ ডলার, ৫০ ডলার- এই চার ক্যাটাগরির টিকেট থাকছে অনুষ্ঠান উপভোগের জন্য। এছাড়া বিস্তারিত জানতে দেখুন www.muktadhara.com